দৈনিক ইনকিলাব

NOV. 19 2001

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ...

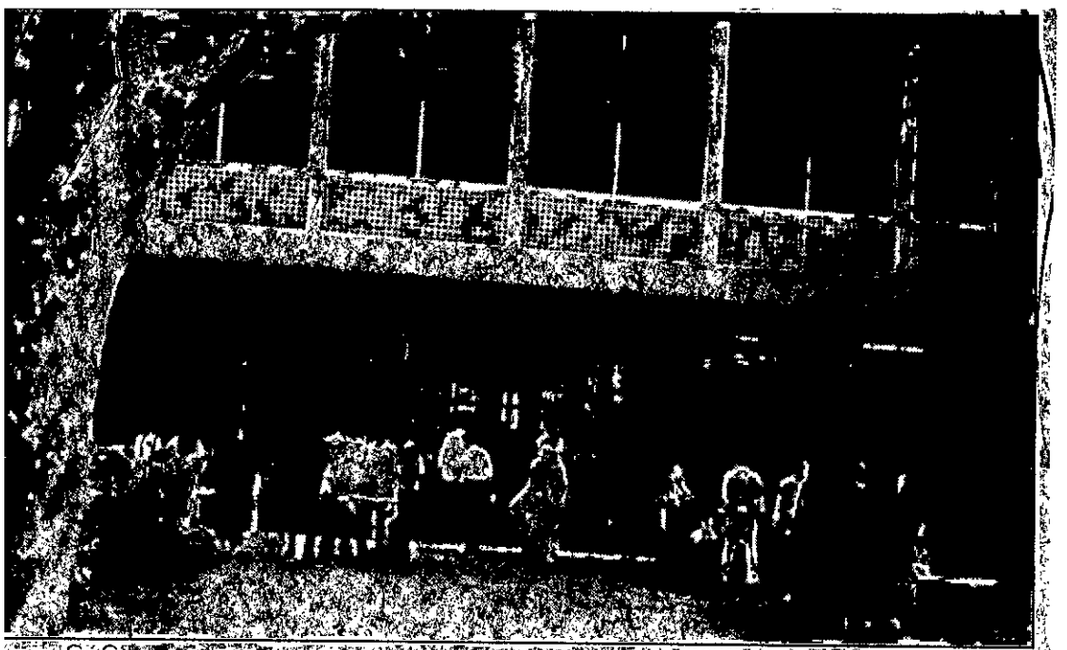

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সম্মুখভাগ — ছবি ঃ মুজাহিদুল ইসলাম

আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষার দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলী যথাযথ সংরক্ষণ জরুরী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

বর্তমানে যে বিল্ডিংটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার নামে পরিচিত এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ...৯৬৫ সালে। আগে ঢাকা মেডিকেলের সাথে ...ংযুক্ত ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯২১) ...তিষ্ঠাকালে কর্তৃপক্ষ প্রায় ৫০ হাজার বই ঢাকা ...লেজ (১৮৬৮) থেকে দান হিসেবে গ্রহণ ...রে। তন্মধ্যে ফার্সী, উর্দু ও আরবী পুস্তিকাদির ...ংখ্যাই ছিল অধিক। উল্লেখ্য, ঢাকা ...শ্ববিদ্যালয় (১৯২১) নামের সাথে ফার্সী, উর্দু ...ারবী ইসলাম শিক্ষা বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল। ...খন এ অঞ্চলে উল্লেখিত বিষয়গুলোকে প্রচুর ...ম্মান করা হত। ইসলামের ইতিহাস, দর্শন ও ...ফীবাদের বইগুলো মূলত ফার্সী ভাষায় রচিত। ...লে বিষয়গুলোর পূর্ণতার ক্ষেত্রে ফার্সী গ্রন্থাবলী ...রক্ষণ ও সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা ছিল অনেক। ...২০৩-১৮৩৭ ইং পর্যন্ত দীর্ঘ ৬০০ বছরেরও ...শী সময় ধরে এ অঞ্চলের রাজভাষা ছিল ...ার্সী। হিজরী সপ্তম শতকে এ এলাকায় ফার্সী ...াষার চর্চা ও বিকাশ লাভ ছিল ইতিহাসের এক ...ানালী অধ্যায়। সুলতান গিয়াস উদ্দীন আযম ...হকে উপলক্ষে করে কবি হাফিজের যে কবিতা ...াওয়া যায় এর বাস্তব প্রমাণ। কবি হাফিজ ...লেন, ফার্সীর এই মিছরিখণ্ড যা বাংলায় যাচ্ছে, ... নিয়ে ভারতের তোতারা সবাই মিষ্টিমুখ হবে। ...ভাবেই ভারতীয় উপমহাদেশে ফার্সী গ্রন্থাবলীর ...হিদা অনেকাংশে বৃদ্ধি ঘটে। ইসলামী ...বাদর্শের অনেক গ্রন্থই ভারত ও পাকিস্তানের ...পাখানা থেকে প্রকাশিত হত। ১৭৫৭ সালের ...র উর্দুভাষা হয়ে ওঠে এ অঞ্চলের অন্যতম ...্যভাষা। সংস্কৃত, বাংলা ও হিন্দির পরিবর্তে ...র্ট উইলিয়াম (১৮০০) কলেজে উর্দুর চর্চা ...ত। ইংরেজ শাসনামলে (১৭৫৭-১৯৪৭) ...রেজী ভাষার পাশাপাশি উর্দু ভাষা ব্যবহারের ...চলন ছিল। এভাবে ফার্সী, উর্দু ও আরবী ভাষা ...অঞ্চলের মানুষের হৃদয়ে গ্রথিত হয়। ঢাকা ...লেজ (১৮৬৮), ঢাকা আলীয়া, নওয়াব ...রবার এবং এ অঞ্চলের অনেক সাহিত্যিক ...চীন পুস্তকাদি সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত হন। ...লামী যুগে খালেদ বিন ইয়াযিদ বিন মাবিয়া ...্থাগার প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। ...নি শিল্পবিদ্যার গ্রীক এবং কুভরী ভাষার পুস্তিকাদি আরবী ভাষায় অনুবাদ করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। খলিফা হারুনুর রশিদ ছিলেন অন্যতম গ্রন্থ সংগ্রাহক। তাঁর গ্রন্থাগারের নাম ছিল বায়তুল হিকমত। এই গ্রন্থাগারে আরবী, ফার্সী ও হিন্দি পুস্তকাদির অন্ত ছিল না, তার প্রধানমন্ত্রী ইয়াহ বিন খালেদ বারমেকী ছিলেন একজন পারস্যবাসী। তিনি ভারতের পণ্ডিতদের রাজদরবারে উপস্থিত হওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তখন তাদের জ্ঞান সভ্যতা, শিক্ষা সম্পদ ধীরে ধীরে বাগদাদে পৌঁছে। একমাত্র প্রধানমন্ত্রীর সহযোগিতায় বাগদাদে যেভাবে ফার্সী গ্রন্থাবলীর সমাহার ঘটেছিল, তা বর্ণনাতীত। প্রায় ৫ লাখেরও অধিক পুস্তক বাগদাদের উক্ত গ্রন্থাগারে বিদ্যমান থাকার কথা রয়েছে। এটি হিজরী সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

হাকাম মুসতানসির স্থাপিত স্পেনের গ্রন্থাগার ছিল সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম গ্রন্থাগার। প্রায় ৪ লাখ গ্রন্থের মধ্যে আরবী ও ফার্সীর পুস্তক ছিল প্রচুর। দর্শনশাস্ত্রের সম্পদ হিসেবে খ্যাত ছিল বোখারায় নূহ বিন মনসুর প্রতিষ্ঠিত একটি গ্রন্থাগার। মিসরের ফাতেমী গ্রন্থাগার ছিল ইসলামী ইতিহাসের অন্যতম ঐতিহ্য। যার অধীনে আরও চল্লিশটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাগদাদে মোহাম্মদ বিন আল হোসেন প্রতিষ্ঠিত একটি দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তকের গ্রন্থাগারের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সমস্ত গ্রন্থাগারে আরবী-ফার্সী পুস্তকাদির যে অকল্পনীয় সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা ছিল তা ভাবতে অবাক লাগে। সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় সহযোগিতায় গ্রন্থ সংরক্ষণের মূল দায়িত্ব রাষ্ট্রের প্রধানই বহন করতেন। ইসলামী যুগের গ্রন্থাগারগুলো ইসলামী রাষ্ট্রের পরিবর্তন ও বিবর্তন ধারায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতে বিলম্ব হয়নি। প্যালেস্টাইন বিজয়ী সালাহ উদ্দীনের সময়ে (১১৮৭ খ্রিঃ) মিসরের বিখ্যাত গ্রন্থাগারের সমাধি ঘটে। তাতারীদের হামলায় বাগদাদের গ্রন্থাগার এক মূর্তিময়ী ধ্বংসলীলায় পরিণত হয়। তৈমুরী শাসনামলে ইসলামী যুগের খ্যাত গ্রন্থাগারগুলো ধ্বংস হওয়ার উল্লেখ রয়েছে। ঢাবি গ্রন্থাগার উপমহাদেশের অন্যতম সেরা গ্রন্থ সমাহারের একটি পরিচিতি রয়েছে। ইরান, পাকিস্তান ও ভারত থেকে আগত অনেক জ্ঞানপিপাসু ফার্সী ও সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি পাঠোদ্ধারের জন্য বা অন্যান্য বিরল পুস্তকাদি দেখার জন্য ভিড় জমান। এই গ্রন্থাগারে ৬ লাখ পুস্তক রয়েছে। তন্মধ্যে ফার্সী, উর্দু ও আরবী পুস্তকসংখ্যা ১ লাখেরও অধিক। এছাড়া পাণ্ডুলিপির সংখ্যাও যে কম নয় তা ওপরের হিসাব দেখে অনুমান করা যায়। হাকীম হাবিবুর রহমান প্রদত্ত সংগ্রহ লাইব্রেরী ও ইরশাদ কাফুরীর ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা গ্রন্থাগারের অন্যতম সংযোজন। মাসিক, ত্রৈমাসিক ম্যাগাজিনের সংখ্যাও রয়েছে প্রচুর। বস্তুত ঢাবি গ্রন্থাগার ইসলামী ঐতিহ্যের ধারক এবং ইসলামী দুনিয়ার গৌরব।

আচারে সানাদীদ, যুবদাতুত তাওয়ারীখ, তারীখে মেলকম, তারীখে ফেরেশতা, তারীখে আউলিয়া, দীওয়ানে হিন্দ—এ রকম অসংখ্য বই রয়েছে যেগুলো ইতিহাস, ধর্ম, মাযহাব, রাজনীতি, দর্শন ও সূফীবাদের সাথে সম্পৃক্ত। ইসলামী ইতিহাসের মৌলিক পুস্তকাদি ফার্সী ভাষায় রচিত। ১৮ শতকের পূর্বেকার সময় এ অঞ্চলে অনেক পুস্তক ফার্সী ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। এগুলো এ দেশের ঐতিহ্য ও অমূল্য সম্পদ। তারীখে জাহাঙ্গীরনগর উরফে ঢাকা, মা চারে আলমগিরী, তারীখে নাদেরী, দীওয়ানে ওয়ায়সী, তারীখে হুমায়ুন আবাদ—এ রকম প্রায় ৮০টি ফার্সী গ্রন্থ এ অঞ্চলের।

বর্তমান ঢাবি গ্রন্থাগারে এসব পুস্তকের সংরক্ষণ ও সংগ্রহের বড়ই অভাব। একদিকে যেমন পাঠকস্বল্পতার কারণে এ রুগ্ণদশা, অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অবহেলা ও গুরুত্বহীনতা একটি বড় কারণ। কালের বিবর্তনে অনেক পুরনো বই ধ্বংস হতে চলেছে। হয়তো আর কোন দিন এগুলোর সন্ধান পাওয়া বড়ই কঠিন হবে। এসব বই আমাদের জ্ঞান-সভ্যতা ও ইসলামী ঐতিহ্যের এক মূর্ত প্রতীক। এগুলোর সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আপনার-আমার।

■ মোহাম্মদ আবুল হোসেন